



# বাংলা বানানের নিয়ম

০৪০ এম.  
২২০/১৩

[ তৃতীয় সংস্করণ ]



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৭

মূল্য দুই আনা

০৪০

০৪০  
১২ ২২০/১৩



BCU 958

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE  
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

106.161

Reg. No. 511R.—June, 1937.—1000

80

80

## ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু-কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যঁাহারা শীর্ষস্থানীয় তাহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্ত একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিতে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যঁাহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যেরূপ কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে, সেইরূপ মতভেদ সমিতির সদস্যগণের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি-বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিবেন—বানানের যথেষ্ট সংস্কার হয় নাই, কেহ-বা ভাবিবেন—প্রচলিত রীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বানান-নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

স্থলের বিষয়, বহু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেফ্টায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা-শিক্ষার পথ কিছু সুগম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যিক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৮ মে ১৯৩৬

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তিকার প্রথম প্রচারের পর বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট হইতে যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহা বিচার করিয়া বানান-সংস্কার-সমিতি কয়েকটি নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। এই সংস্করণে সংশোধিত নিয়মাবলী দেওয়া হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২ অক্টোবর ১৯৩৬

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের পর আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া গিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বাংলা বানান-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে তাহার মত জানাইয়াছেন। এই সকল অভিমত বিচার করিয়া নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইল।

ছাত্রগণের নূতন বানানে অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর পুরাতন বানান লিখিলেও চলিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০ মে ১৯৩৬

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## বাংলা বানানের নিয়ম

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্ম একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রণপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহুপ্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন তাহা নিয়ে বর্ণিত হইল।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্ম অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ বত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে। ভাবাত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্ম বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখার তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাবায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই, বর্ণা— 'গণ, বন, ঘন ; জলখাবার, জলবোগ ; আঘাট, গাঢ় ; সহিত, গলিত ; অখতর, হৃৎতর ; একদা, একটা ; অচেনা, অদেখা'। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করিতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যিক। এইপ্রকার শব্দের বাংলা বানান এখনও সর্বজনগৃহীত-রূপে নির্ধারিত হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেষ্টতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাবায় অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজনমত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে স্থনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। নিয়মগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হইবে। কেবল নিয়ম রচনা দ্বারা সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। নির্ধারিত বানান অমুসারে একটি শব্দতালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

বলা বাহুল্য, পত্ৰরচনায় সকল ক্ষেত্রে নিয়ম অমুসারে বানান করা সম্ভবপর নয়।

বানানের নিয়ম বাহাতে বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অমুকূল হয় সেই চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট লেখকগণ অধিকাংশ শব্দ যে রীতিতে বানান করেন তদমুসারে ই ঙ্গি উ ঙ্গি জ ঙ্গি ও-কার ঙ্গি ঙ্গি শ ব স প্রভৃতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি শব্দের প্রচলিত বানানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সামঞ্জস্যের জন্য এইগুলিকেও যথাসম্ভব সাধারণ নিয়মের অমুসারী করা হইয়াছে। পূর্বে কেবল 'খুশী, সয়তান, সহর, পালিস, ক্লাশ' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু আজকাল অনেকে মূল শব্দ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়া 'খুশী, শয়তান, শহর, পালিশ, ক্লাগ' লিখিতেছেন। এই রীতিতে সহজেই 'নকুশা, শরবৎ, শরম, শেমিজ, জিনিস, সাশি' প্রভৃতি নিয়মানুসারী বানান প্রচলিত হইতে পারিবে। অবশ্য, কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম না করিলে চলিবে না, কিন্তু ব্যতিক্রম যত কম হয় ততই ভাল। বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে। পূর্বে 'সঙ্ক্রান্তি, সংখ্যা' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু এখন কেবল 'সংক্রান্তি, সংখ্যা' চলিতেছে। এই রীতিতে 'ভয়ঙ্কর, সঙ্গম' প্রভৃতি স্থানে 'ভয়ংকর, সংগম' লিখিলে বানান সহজ হইবে। কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে এই আশায় এই প্রকার শব্দে বিকল্পের বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা অধিক নয়, সেজন্য যদি কিছু কাল দুই প্রকার বানানই চলে (যেমন এখন 'অহঙ্কার, অহংকার' চলিতেছে) তবে ক্ষতি হইবে না।

নিয়মাবলীর পূর্বসংস্করণে সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্-চিহ্ন প্রয়োগের নিয়ম দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে তাহা বর্জিত হইয়াছে। বাংলায় বহু শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্-চিহ্ন লোপ পাইয়াছে, যথা—'বশ, বিপদ'; আরও কতকগুলি শব্দে লোপের উপক্রম দেখা যাইতেছে, যথা—'শ্রেয়, সঞ্জ, ভগবান, সম্রাট'। এজন্য অনেকে মনে করেন যে এ সম্বন্ধে ধরাবাধা নিয়ম রচনার সময় এখনও আসে নাই।

রেফের পর দ্বিত্ববর্জন এবং অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন এই দুই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছে। এই দুই বিষয়ের আলোচনা কিঞ্চিৎ সবিস্তারে করা হইল।—

বাংলার কয়েকটি বর্ণে রেফের পর দ্বিত্ব প্রচলিত আছে, সকল বর্ণে নাই, যথা—'কর্ষ, সর্ষ', কিন্তু 'কর্ণ, সর্গ'। হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব হয় না। এই অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করিলে বাংলায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দের বানান অপেক্ষাকৃত সরল হইবে। যে দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক বানান-বিষয়ক প্রবন্ধপত্রের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের দুই জন

ব্যতীত সকলেই দ্বিত্ববর্জনের পক্ষে। কয়েকজন প্রবীণ লেখক বহুকাল হইতে তাঁহাদের লেখার দ্বিত্ব পরিহার করিয়াছেন। আজকাল বঙ্গদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত পুস্তকে দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাংলা উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণে অতিরিক্ত জোর পড়ে, সেজন্য দ্বিত্ব আবশ্যিক; 'সর্ক'—'সর্+ব' নয়, 'সর্+ব্ব'। এই যুক্তি নিতান্ত অসার, কারণ অগ্ৰাণ্ড যুক্তাক্ষরে যে জোর পড়ে, রেফাক্রান্ত বর্ণে তাহার অধিক পড়ে না। 'ভক্তি' ও 'ভক্তি'র উচ্চারণে জোরের তারতম্য নাই; অনুরূপ—'স্বর্, সর্ক; কন্ম্ব, কন্মঠ; উদ্বোধ, ছর্কোধ; পল্তা, পর্দা'। 'সর্গ, সর্প, সর্ক' শব্দে দ্বিত্ব থাকায় না-থাকায় জোরের ইতরবিশেষ হয় না; অনুরূপ—'অর্ধ, অর্ক; কর্পূর, কর্কূর; গর্ভ, গর্ক; নির্ঝর, নির্ক্কর'। অতএব 'সর্ব, পর্দা, অর্ধ, গর্ব' প্রভৃতি লিখিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আর এক আপত্তি—অনেকে 'কার্য' শব্দের উচ্চারণ 'কাইর্জ' তুল্য করিয়া থাকেন; 'কার্য' লিখিলে 'কার্জ' উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 'কাইর্জ' বা 'কার্জ' কোন্ উচ্চারণ ভাল তাহার বিচার অনাবশ্যিক। ষাঁহারা 'কাইর্জ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ষ-ফলা বাদ দিয়া 'কার্য' লিখিলেও তাঁহারা অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন। 'কাল' (সময়) এবং 'কাল' (কল্যা) এই দুই শব্দের উচ্চারণ কলিকাতা অঞ্চলে সমান, কিন্তু বাংলা দেশের বহুস্থলে 'কাল' (কল্যা) শব্দের উচ্চারণ 'কাইল' তুল্য। ষাঁহারা শেষোক্ত উচ্চারণ করেন তাঁহাদের ষ-ফলা বা অশ্রু চিহ্নের প্রয়োজন হয় না, শব্দটি চিনিয়াই তাঁহারা অনায়াসে অভ্যস্ত উচ্চারণ করেন। অতএব, 'কার্য' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, এই আশঙ্কা অমূলক। কেহ কেহ বলেন, যখন রেফের পর দ্বিত্ব করা বা না করা উভয়ই ব্যাকরণ সম্মত তখন বিকল্পের ব্যবস্থা রাখাই ভাল। অনেক সংস্কৃত শব্দের দুই প্রকার বানান অভিধানে আছে, যথা—'ধরণী, ধরণি; মহী, মহি; উর্গা, উর্গা'। কিন্তু বাংলা প্রয়োগে এক প্রকার বানানই দেখা যায়, অশ্রুটি প্রায় অচল হইয়া আছে। রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে বিহিত হইলে অভ্যস্ত বানানই রহিয়া যাইবে এবং নিয়ম-রচনা নিফল হইবে। পক্ষান্তরে কেবল বর্জনের বিধি থাকিলে অসংখ্য শব্দের বানানে সরলতা আসিবে।

তদুভব শব্দে অনেকে মূল অনুসারে ণ প্রয়োগ করেন, যথা—'কাণ, সোণা'। কিন্তু সকল শব্দে এই রীতি অনুসৃত হয় না, যথা—'বামুন, গিন্নী'। বাংলা ক্রিয়াপদেও ণ হয় না, যথা—'শোনা, করেন, কল্পন'। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রচলিত হইতেছে। 'কোরাণ, গল্পর্গ' প্রভৃতিতে ণ বন্ধ করিবার কোনও হেতু নাই। ষাঁহারা বানান-বিষয়ক প্রণিপত্রের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ণ বর্জনের পক্ষে। অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করিলে বানান সরল হইবে। 'রাণী' বানান অনেকেই রাখিতে চান, এজন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে।

অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অস্থবিধা হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই সংস্কার সাধ্য হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃত্তক প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম-পালন-সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন বাহনীয় নয়।

## সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

### ১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভঙ্গ

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভঙ্গ হইবে না, যথা—‘অর্চনা, মূর্তী, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্তম, অর্ধ, বার্বক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব’।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিভঙ্গ বিকল্পে সিদ্ধ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

### ২। সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—‘অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন’ অথবা ‘অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর’ ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—‘সংজাত, স্বয়ংভূ’ অথবা ‘সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ’। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম-অনুসারে ঙ্ দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্ণের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

## অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

### ৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভঙ্গ

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিভঙ্গ হইবে না, যথা—‘কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি’।

### ৪। হস্-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—‘ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পুকেট, মজব, হক, করিলেন, করিস’। কিন্তু যদি ভুল



উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জননের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরাস্ত, যথা—‘দহ, অহরহ, কাণ্ড, গল্প’। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জননের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যিক, যথা—‘শাহ্, তব্ত্, জেম্ন্, বগ্ন্’। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—‘মার্ট, কর্ক, গভর্মেন্ট, স্পঞ্জ’। মধ্য বর্ণে প্রয়োগন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—‘উল্কি, সটকা’। যদি উপাস্ত্য স্বর অন্ত্যস্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—‘কটকট, খপ্, সান্’।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—‘গলিত, ঘন, পূত, প্রিয়, করিয়াছ, কবিত্ত, ছিল, এস’। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তব্যৎ, যথা—‘অচল, গভীর, পাঠ, ককক, করিস, করিলেন’। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্ত কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যিক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হইবে। অর কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—‘বাই-ল’। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্ত অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যিক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

### ৫। ই ঐ উ উ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঐ বা উ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঐ বা উ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—‘কুমীর, পাখী, বাড়ী, শিব, উনিশ, চুন, পূব’ অথবা ‘কুমির, পাখি, বাড়ি, শিব, উনিশ, চুন, পূব’। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঐ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা ‘নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুল (চুল), তাড় (তর্দ), জুয়া (দাত)’।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঐ হইবে, যথা—‘কলুনী, বাধিনী, কাবুলী, কেবানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী’। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—‘ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্টি’। ‘পিসী, মাসী’ স্থানে বিকল্পে ‘পিসি, মাসি’ লেখা চলিবে।

অন্ততঃ মনুষ্যোত্তর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম বাচক শব্দের এবং স্থিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—‘বেঙাচি, বেঞ্জি, কাঠি, স্জি, কেলামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাস্জি’।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঐ উ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

### ৬। জ ঙ

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—‘কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল’।



## ৭। ন ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—‘কান, সোনা, বামন, কোরান, করোনার’।  
কিন্তু যুক্তাকর ণ্ট, ঠ, ঙ, ঞ চলিবে, যথা—‘বৃষ্টি, লঠন, ঠাণ্ডা’।  
‘রানী’ স্থানে বিকল্পে ‘রানী’ চলিতে পারিবে।

## ৮। ও-কার ও উর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, উর্ধ্ব-কমা বা অন্ত চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আন্ত বা মধ্য অক্ষরে উর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—‘কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প’ড়ো ( পড়ুয়া বা পতিত )’।  
এই সকল বানান বিধেয়—‘এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল ( সময়, কল্যা ), চাল ( চাউল, ছাত, গতি ), ডাল ( দাইল, শাখা )’।

## ৯। ং ঙ

‘বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন’ প্রভৃতি এবং ‘বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন’ প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—‘রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা’। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—‘রঙের, বাঙালী, ভাঙন’।  
ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ বাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অহুসার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। ‘রং-এর’ অপেক্ষা ‘রঙের’ লেখা সহজ। ‘রঙের’ লিখিলে অস্বীকৃত উচ্চারণ আসিবে না, কারণ ‘রঙ্গ’ ও ‘রং’-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু ‘রং’ ও ‘রঙ’ সমান।

## ১০। শ শ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অহুসারে তদুভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—‘আশ ( অংশ ), আষ ( আমিষ ), শাস ( শস্ত ), মশা ( মশক ), শিসী ( পিতৃঃবসা )’। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—‘মিন্‌সে’ ( মহুশ ), ‘সাধ’ ( শ্রদ্ধা )।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অহুসারে ং স্থানে স, ঙ স্থানে শ হইবে, যথা—‘আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিশ, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাধা, সিমেন্ট, গুশি, চশমা, তক্তাপোশ,

পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শাট, শেক্‌স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)।

শ ব স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ব স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহস্রা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, সরম; শহর, সহর; শয়তান, সরতান; পুলিশ, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্ত যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের ঙ-ধ্বনির জন্ত বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা, (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

## ১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকরে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকরে উর্ধ্বকমা বর্জন করা বাইতে পারে, এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা বাইতে পারে।

### হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

### খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

### দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেয়া।

### শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শূত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শূয়ো, শুস। শূতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

### কর-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব (করবো), করবে। করো, করিস। করতে, করে, করলে, করবার, করা।

### কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

### লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

### উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠা, উঠিস। ঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

### করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করলাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।